তালাকের নোটিশ প্রদান ও তালাক কার্যকর হওয়ার আইনগত বিধান

ল' ল্যাব

২৯ মার্চ ২০২১

মুখবন্ধ

সমাজ জীবনের একক হল পরিবার (Family)। পরিবারেই ব্যক্তির হাতেখড়ি হয়। সুস্থ পারিবারিক সংস্কৃতি, লালন-পালন প্রক্রিয়া ও পারস্পরিক সেতু-বন্ধন শিশুর মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা পারিবারিক প্রথা (Family Culture) সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সুস্থ পারিবারিক প্রথা যেমন মানসিক বিকাশ ঘটায়, একই ভাবে ভঙ্গুর পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তি জীবনে যারপরনাই বিড়ম্বনার জন্ম দেয়। লক্ষণীয়, গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। সম্পর্কের অবনতি, অবিশ্বাস ও পরকীয়া অনেকাংশে ভূমিকা রাখছে। ফলে সুখী, সুন্দর পরিবার অল্পতেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বাবা মা'র এই টানাপোড়নে পরিবারের নবীন সদস্যরাই সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক প্রথা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এই বিপর্যয় থেকে মুক্তির অবলম্বন হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আদর্শ পরিবার গঠনের প্রত্যাশায়।

ধন্যবাদান্তে

মোহাম্মদ শিশির মনির
এডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
হেড অব চেম্বার'স
ল' ল্যাব।

১. তালাকের নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক

১৯৬১ সালের ২রা মার্চ তারিখে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি হয়। এই আইনের ৭ ধারায় তালাকের বিধান বর্ণিত আছে। ৭(১) ধারা মতে, স্বামী তালাক প্রদানের পর স্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করবেন। এই নোটিশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক। একইভাবে স্বামীকে তালাক দিলেও স্ত্রী নোটিশ প্রদান করবেন। এই সংক্রান্তে Sherin Akther vs. Md. Ismail, 51 DLR 512, মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ

> "Talaq pronounced by the wife must be communicated to the husband. When the communication is over... the requirement of section 7(1) of the Ordinance, 1961 was complied and the talaq-e-tawfiz became effective."

তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করা বাধ্যকর কিনা মর্মে দুই ধরণের সিদ্ধান্ত বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমত, চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেখে তালাক কার্যকর হবে না। Kazi Rashed Akhter Shahid (Prince) vs. Most. Rokshana Choudhurz, 58 DLR 271, মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "A talaq will not be effective even after the expirz of 90 dazs if anz of the conditions of effectiveness of talaq i.e. pronouncement as per Mohamadan Law, service of notice on Chairman and a copz thereof to wife is not complied with." দ্বিতীয়ত, চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান না করলেও তালাক কার্যকর হবে। Md. Serajul Islam vs. Most. Helana Begum, 19 BLD (AD) 150, মামলায় সিরাজুল ইসলাম এফিডেভিটের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তালাকনামা দাখিল করেন এবং একটি কপি বিবাহ রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আপীল বিভাগে দাবি করেন, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৭(১) এর অধীন চেয়ারম্যানের নিকট তালাকের নোটিশ প্রেরণ করা হয়নি। সুতরাং হেলেনা বেগমের সাথে তার বিবাহ স্থির রয়েছে। আপীল বিভাগ তার দাবি নাকোচ করে দেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ

> "... [T]here being clear intention to divorce by the affidavit on the part of the petitioner and the same having been disclosed and produced before the lower appellate court by the petitioner himself, the petitioner cannot take advantage of his own wrong and cannot claim the benefit of non-service of notice by him to the Chairman. He is bound by his admission."

তালাকের নোটিশ প্রদান না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ৭(২) ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তি তালাকের নোটিশ প্রদান না করলে তিনি অনধিক ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২. সমঝোতার চেষ্টা

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ৭(৪) ধারা অনুসারে নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান একটি কাউন্সিল (Arbitration Council) গঠন করবেন। যেখানে উভয়পক্ষ একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। আরবিট্রেশ কাউন্সিল দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করবে।

৩. নোটিশ প্রদানের ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে

অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৭(৩) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করা হবে এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকবে। সমঝোতায় না পৌছালে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। গণনার ক্ষেত্রে নোটিশ গ্রহণের পর থেকে উক্ত সময় গণনা করা হবে। এই সংক্রান্তে Shafiqul Islam v.s State, 46 DLR 700, মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলঃ

> "A divorce under the Ordinance is not a unilateral act, rather it involves a public authoritz in the matter. It precludes a divorce or Talaq from being effective for a period of ninetz dazs from the date of the receipt of the notice by the Chairman. Consequentlz, the marital status of the parties will not in anz waz change during that period. The parties will continue to remain husband and wife till the divorce is confirmed."

স্ত্রী স্বামীকে তালাক প্রদান করলেও একই সময়সীমা প্রযোজ্য হবে (Mrs. Sherin Akhter vs. Al-Haj Md. Ismail, 20 BLD 159)। উল্লেখ্য, স্ত্রী গর্ভাবস্থায় থাকলে সন্তান জন্মদানের পর উক্ত তালাক কার্যকর হবে। যদি ৯০ দিনের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ করে সেক্ষেত্রে ৯০ দিন অতিবাবহিত হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে।

৪. তালাকের রেজিস্ট্রেশন

১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই তারিখে Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 আইন পাশ হয়। এই আইনের ৬ ধারায় তালাক রেজিস্ট্রেশনের বিধান রয়েছে। মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার তালাকের রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। তবে তালাকের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়েছে মর্মে রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট লোকদের পরীক্ষা (Examine) করতে পারবেন। Muslim

Marriages and Divorces (Registration) Rules, 1975 এর ২০ বিধিতে এই বিধান উল্লেখ আছে। বিধি ২১ অনুযায়ী, রেজিস্ট্রার তালাক রেজিস্ট্রেশনে অপারগতা প্রকাশ করলে ৩০ দিনের মধ্যে জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট আপীল করা যাবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত প্রতীয়মান হবে। উল্লেখ্য যে, তালাক রেজিস্ট্রেশনের বিধান থাকলেও তা বাধ্যতামূলক নয়, বরং সংশ্লিষ্ট লোকদের ইচ্ছাধীন।

উপসংহার

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের মাধ্যমে তালাকসহ শরীয়া আইনের কতিপয় বিধানের পরিবর্তন আনা হয়। শরীয়া আইনে তালাকের তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা থাকলেও প্রচলিত আইনে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও তালাক প্রদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সমূহে মতপার্থক্য লক্ষণীয়। এই মতপার্থক্য দূরীকরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। অন্যথায় বিচারপ্রার্থীরা অপূরণীয় ক্ষতির (Irreparable Loss) সম্মুখীন হতে পারেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে তালাকের সকল পদ্ধতি না মেনে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে পূর্বের পক্ষ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। ফলে আইনি জটিলতাও বেড়ে চলেছে। ডিজিটাল মাধ্যমে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন সংরক্ষণ ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নানামুখী জটিলতার অবসান ঘটাতে পারে। এই উদ্যোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সহযোগিতায়

মোঃ আসাদ উদ্দিন
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
সিনিয়র এসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
ঢাকা জজ কোর্ট
এসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
অ্যাডভোকেট
ঢাকা জজ কোর্ট
এসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

মোঃ মিজানুল হক
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
এসোসিয়েট
ল' ল্যাব।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
ঢাকা জজ কোর্ট
এসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

আবদুল্লাহ সাদিক
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
ঢাকা জজ কোর্ট
এসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

শাইখুল ইসলাম ইমরান
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্স এসোসিয়েট
ল' ল্যাব।

যায়েদ বিন আমজাদ
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্স এসোসিয়েট
ল' ল্যাব।

মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ
এলএলবি (অনার্স), এলএলএম (অধ্যয়নরত)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্স এসিসটেন্ট
ল' ল্যাব।